রাজনীতি ও ঔদ্ধত্য

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

গণতন্ত্র তুলাযন্ত্রের মত। কখনও এটা রাজনীতিকদের ক্ষমতায় আনে, কখনও আবার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়।কাউকে ওপরে তোলে কাউকে আবার নামিয়ে দেয়। সমর্থনের পাল্লাতেই নেতৃত্বের ওঠাপড়ার বিচার করে ইতিহাস। গতকাল ১৪ই ডিসেম্বর দলের একাধিক নেতা ও মন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন কংগ্রেসের সহসভাপতি রাহুল গান্ধী। লোকপাল বিল নিয়ে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের নৈতিক উৎকর্ষ বোঝানো হল গোটা দেশের মানুষকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়া চার ভদ্রলোকের শরীরী ভাষায় বিরাট পরিবর্তন দেখলাম। যার সঙ্গে গত তিন বছরে বিশাল বৈপরিত্য রয়েছে। আগে তারা লোকপাল বিলের সমর্থনে আন্না হাজারের অনশনে বসা আটকাতে চাইতেন। টিম আন্নার প্রস্তাবগুলি নাকচ করতে অবিরাম দরাদরি চালাতেন। লোকসভায় এমন একটা অগ্রহণযোগ্য বিল তারা এনেছিলেন যাকে গেম চেঞ্জার হিসেবে বর্ননা করা যায়। বিরোধীদের বাধার মুখেও এই বিল পাশ হয়ে যায়। যখন রাজ্যসভায় এই বিল সংশোধনের দাবি ওঠে তখন সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটি সুপারিশ করার প্রায় এক বছর পর ফের সংসদে পেশ হয় তা। লোকপাল নয়, সিবিআইকে সরকারের অধীনে রাখার জন্য তৎপর হয় সরকার।

কিন্তু গতকাল শাসকদলের ভাষা, আবেদন শরীরী ভাষা সবকিছুই ছিল আলাদা। ভোটারদের মনোভাবেই তারা বুঝতে পেরেছেন যে অনেকটাই একা হয়ে গেছেন তারা। তাই তাদের আবেদনেও পরিবর্তন এসেছে।

গণতন্ত্র একটা মাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকেনা। ক্ষমতা বিন্যস্ত থাকে রাজনৈতিক দল, সরকার, বিরোধী, বিচারব্যবস্থা,সংবাদমাধ্যম,বুদ্ধিজীবী, জনমতের উপর। নিজেকে বেশি শক্তিশালী ভাবা এখানে ভুল। ঔদ্ধত্য কখনই শক্তির আধার হতে পারেনা। এটা আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরার লক্ষণ। উদ্ধত মানুষের পক্ষে কিছু শেখা অসমভব। ঔদ্ধত্যকে কখনই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফলা ঠিক হবেনা। বরং ঔদ্ধত্য মানুষকে অতি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। গতকালের সাংবাদিক বৈঠকে যা প্রতিফলিত হল।

নবোদিত আমআদমি পার্টিরও এই শিক্ষাটা নেওয়া উচিৎ। দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে যথেষ্ট ভাল ফল করেছে এই দল। এই জয়ের আনন্দও তাদের মধ্যে একধরণের ঔদ্ধত্যের জন্ম দিচ্ছে। তিন রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে বিজেপি। তার মধ্যে দুই রাজ্যে বিরোধীদের রীতিমত ধুইয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু শুধুমাত্র প্রথম দিনই জয়ের আনন্দে সামিল হয়েছে দলের নেতা কর্মীরা। পরের দিন থেকেই আবার দলের কাজে মনোনিবেশ করেছে তারা। জয়ের উচ্ছাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখাও খুব জরুরী। ঔদ্ধত্য পিছলে যাওয়ার অন্যতম লক্ষণ। রাজনীতিতে উঠতেও যতক্ষণ নামতেও প্রায় ততক্ষণ। এটা জানা

উচিৎ আম আদমি পার্টিরও। আজকে তারা বিরোধী দলগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছে। অন্যান্যদলের নেতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে। সোনিয়া গান্ধী ও রাজনাথ সিং কে লেখা তাদের চিঠির ভাষা যথেষ্ট অমার্জিত। এমনকি তাদের প্রধান পৃষ্টপোষক আন্না হাজারেও অবহেলিত।

রাজনীতিতে সবসময়েই শিখতে হবে। লোকপাল বিল নিয়ে তিনবছরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পর এখন কংগ্রেসকেও নমনীয় হতে হয়েছে। আশা করা যায় আম আদমি পার্টি এর থেকে শিক্ষা নেবে।